যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2012
পৃষ্ঠা … কলাম …

ঢামেককে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রক্রিয়া শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা মেডিকেল কলেজকে (ঢামেক) বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত ২৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ইস্যুকৃত এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি দানের চিঠি পাওয়ার পর সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সংক্রান্ত সামগ্রিক তথ্য-উপাত্ত স্বাস্থ্য অধিদফতরে পাঠানো হয়। এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েত উল্লাহকে সভাপতি ও পরিচালক প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফকে সদস্য সচিব করে ১০ সদস্যের মতামত পর্যালোচনা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্য অধিদফতরের উদ্যোগে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ঢামেককে অগ্রাধিকারভিত্তিতে 'ঢাকা মেডিকেল 'বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপান্তর করা যেতে পারে বলে মতামত দিয়েছে। ১৮ ও ২২ জানুয়ারি দু'দফা বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠক

এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে মতামত পর্যালোচনা কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. শাহ আবদুল লতিফ বলেন, একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ জমি, অবকাঠামো ও জনবলসহ যা যা প্রয়োজন তা ঢাকা মেডিকেল কলেজে বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া সরকারিভাবে প্রতিটি বিভাগেই একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা রয়েছে। কমিটির প্রায় সব সদস্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঢামেককে ঢাকা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন বলে তিনি জানান। কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে বিশেষজ্ঞ কমিটি মত দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে ১ হাজার ৭শ' শয্যার হাসপাতাল কি হবে তা নিয়ে কমিটি কোন আলোচনা করেনি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিটির দু'জন সদস্য যুগান্তরকে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই হয়তো এটি করা হবে। চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারি চাকরিতে বহাল থাকা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার সুযোগ রাখা হবে। তবে এখনও কোন কিছুই স্পষ্ট নয় উল্লেখ করে তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সর্বশেষ সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রার চূড়ান্ত রূপ দেখা যাবে। এদিকে ঢামেককে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হলে হাসপাতালের সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা আগের মতো থাকবে না, হাসপাতালে কম খরচে রোগীদের চিকিৎসাসেবা বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি সমস্যার কথা তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে হাসপাতালের নার্সিং, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী সম্মিলিত কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। ২১ জানুয়ারি থেকে তারা প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অঘোষিত কর্মবিরতি পালনের পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করছে। মন্ত্রী, সচিব, উপদেষ্টা, স্বাচিপ নেতাসহ সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে দাবি জানিয়ে ২৪ জানুয়ারি ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন তারা। অন্যথায় কর্মবিরতিসহ বৃহত্তর কর্মসূচি পালনের ঘোষণা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কর্মচারীদের অঘোষিত কর্মবিরতি ও মিছিল-সমাবেশের কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা রোগীর স্বজনরা কর্মচারীদের খুঁজে হয়রান হচ্ছেন। সম্প্রতি ঢামেক হাসপাতালে নতুন পরিচালক যোগদান করেছেন। যোগদান করে কাজ গুছিয়ে নেয়ার আগেই কর্মচারীদের এ ধরনের কর্মসূচিতে তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বিষয়টি তিনি মন্ত্রী ও সচিবকে অবহিত করেছেন। সম্মিলিত কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আনিসুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাতিলের দাবিতে তারা গত বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে এলেও সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল থেকে কেউ যোগাযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে সাধারণ কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা আগের মতোই স্বল্প খরচে/বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন এমন ভরসাটুকু দিচ্ছেন না। আমাদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সেই চিঠি : গত ২৭ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লেখা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-৩ ডা. বাহরীন খুরশীদ রিজা স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রস্তাব প্রসঙ্গে গত ১৫ নভেম্বর 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই ট্রাস্ট' এবং শিক্ষকদের একটি সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।